তাহাদের পক্ষে জপ, অর্চ্চন, ধ্যান, ও বিধিক্রমের কোনও অপেক্ষা নাই। শ্রীভগবদ্গীতায়—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।" হে অর্জ্জুন! তুমি আমাতেই সঙ্কল্পযুক্ত আমার ভক্ত হও, এবং আমার পূজাশীল হও ও আমাকে নমস্কার কর—ইত্যাদি শ্লোকেও শ্রীভগবান অনন্যা ভক্তিই উপদেশ করিয়াছেন। সেই প্রকার শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও ভারতমহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীপরাশর শ্রীমৈত্রেয় ঋষিকে বলিয়াছেন—হে মৈত্রেয়! সেই ভরত মহারাজ যজ্ঞেশ, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, অনন্ত, কেশব, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হৃষীকেশ—কেবল এইসকল নাম উচ্চারণ করিতেন, স্বপ্নান্তরেও অন্য কিছুই বলিতেন না। এই প্রমাণে অন্য কোনও রচনান্তরের অবকাশই ছিল না। সুতরাং সেই সেই বচনদ্বয়ে কর্ম্মান্তর পরিত্যাগ স্বতঃই স্বীকৃত হইয়াছে। কোনও প্রকারে কিছু করলেও শ্রীনামের সহিতই করিতেন—ইহাও সুন্দর বুঝিতে পারা যায়। সর্ব্বত্র একমাত্র শ্রীনাম ও শ্রীনামীর প্রতি দৃষ্টি থাকা জন্য এই দৃষ্টান্তে বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মই স্বীকৃত হইয়াছে। পদ্মপুরাণেও যেমন কথিত হইয়াছে, তাহাতেও কর্ম্মাদিশূন্য বিশুদ্ধ ভক্তির সংবাদই পাওয়া যায়।

সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ।

সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবলমাত্র শ্রীনামই উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সুখে যে গতি লাভ করেন, সকল ধার্ম্মিকগণ সেই গতি লাভ করিতে পারে না। অতএব শ্রদ্ধাবান জনের অনন্যাভক্তিতে অধিকার; বচনান্তরের দ্বারাও পরিপুষ্ট এবং কর্ম্মাদিতে অনধিকারও প্রদর্শিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রদ্ধা আছে কিনা, তাহাই বা কি লক্ষণের দ্বারা জানা যাইবে—এইটিই এখন বিচার্য্য। তন্মধ্যে পূর্ব্বে শ্রদ্ধার চিহ্নরূপে ভগবচ্চরণে শরণাগতিই উপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ ভগবানে একান্ত শরণাপত্তিই শ্রদ্ধার লক্ষণ—এ কথা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। যে শরণাপত্তিতে—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রতিকূল্য বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।

এই সকল লক্ষণ পরে প্রকাশ করা হইবে; তাহা দ্বারাও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। আরও একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে—ব্যবহারিক ব্যাপারে যাহার কাতরতা পরিলক্ষিত হয় না, সেটিও শ্রদ্ধাবান্ জনের একটি লক্ষণ। যেহেতু শাস্ত্র সেইপ্রকার শ্রদ্ধাই উৎপাদন করান। শ্রীভাগবদ্গীতায়—